

نَحْمَدُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوذُ بِاللَّهِ  
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ. سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن  
رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ  
آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ط صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

মুহতারম দ্বীনদার ভায়েরা ! আজ রমাযান  
মাসের ২২ তারিখ, চতুর্থ জুমুআ। এ মুবারক  
মাসের শেষ দশক শুরু হয়ে গেছে। আর কিছু  
দিনের মধ্যে এ বরকতময় মাস আমাদের কাছ  
থেকে বিদায় নিতে চলেছে। তাই রমাযানের শেষ  
দশকে আমাদের কী করণীয়, আজ আমরা সে  
সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা সূরা হাদীদের ২১ নম্বর  
আয়াতে বলেছেনঃ

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ  
وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ

“তোমাদের রবের ক্ষমা এবং এমন জান্নাতের দিকে তোমরা ধাবিত হও, যা আকাশ ও পৃথিবীর মত প্রশস্ত। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, এটা তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।”

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে নিজের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ছুটে চলার আদেশ দিয়েছেন। আর রমাযান মাস হল, আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাত লাভের খুবই উপযুক্ত মাস। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ মাসে বেশি বেশি ইবাদত করেছেন এবং উম্মতকে ইবাদতের জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। তবে রমাযানের শেষ দশ দিন তিনি ইবাদতে কঠোর পরিশ্রম করতেন।

সহীহ বুখারীর ২০২৪ নম্বর হাদীসে হযরত আইশা (রযি) বলেছেনঃ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِنْزَرَهُ،  
وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيَّقَظَ أَهْلَهُ

“নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমাযানের শেষ দশক শুরু হলে, রাত জেগে ইবাদতে কঠোর পরিশ্রম করতেন এবং পরিবারের লোকদেরকেও ঘুম থেকে জাগাতেন। ”

আর সহীহ মুসলিমের ১১৭৫ নম্বর হাদীসে হযরত আইশা (রযি) বলেছেনঃ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ  
الْأَوَاخِرِ، مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ

“রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমাযানের শেষ দশ দিন ইবাদতের জন্য এত কঠোর সাধনা করতেন, যা অন্য কোন সময় করতেন না।”

সুনানে তিরমিযীর ৭৯৫ নম্বর হাদীসে হযরত আলী (রযি) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ  
الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

"হযরত আলী (রযি) বলেছেনঃ নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমাযানের শেষ দশ দিন নিজের পরিবারের লোকদের ঘুম থেকে জাগাতেন। " এসব হাদীস দ্বারা বোঝা গেল, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ দশকে ইবাদতে অত্যন্ত পরিশ্রম করতেন। আর শুধু নিজেই ইবাদত করতেন এমন নয়, বরং পরিবারের সকলকেও রাতে ঘুম থেকে জাগাতেন। তাই বিশেষ করে রমাযানের শেষ দশ দিন যথাসাধ্য বেশি বেশি ইবাদত করা ও রাতের বেলা নিজের পরিবারের লোকদেরকেও ইবাদতে জন্য জাগানো মুস্তাহাব।

দুটি কারণে শেষ দশকে ইবাদতে প্রচণ্ড মেহনত করতে হবেঃ (১) লাইলাতুল কদর পাওয়ার আশায়। যে রাতে ইবাদতের সাওয়াব ৮৩ বছর ইবাদতের চেয়েও বেশি। আর শবে কদর রমাযানের শেষ দশকে সংঘটিত হওয়ার

কথা হাদীসে বর্ণিত আছে। যাতে উম্মতের কেউ লাইলাতুল কদরের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত না হয়, তাই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমাযান আসার আগে থেকেই লাইলাতুল কদরের গুরুত্ব ও ফযীলত বয়ান করতেন। লাইলাতুল কদরে ইবাদত করে যে ব্যক্তি ফযীলত হাসিল করতে পারল না। তার সম্পর্কে মুসনাদে আহমাদের ৮৯৯১ নম্বর হাদীসে নবীজি বলেছেনঃ

مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ

“যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরের কল্যাণসমূহ থেকে বঞ্চিত থাকল, সেই হল প্রকৃত বঞ্চিত ব্যক্তি।”

(২) হতে পারে এটা আমাদের জীবনের শেষ রমাযান। আগামী রমাযান পাব কি না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। যদি এ রমাযানে আমাদের গোনাহ মাফ না হয়, তবে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। সহীহ ইবনে হিব্বানের ৩৭৫৭ নম্বরের

একটি দীর্ঘ হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، قُلْتُ: آمِينَ

"হযরত জিবরাঈল (আঃ)আমার কাছে এসে বলেছিলেনঃ হে মুহাম্মদ ! যে ব্যক্তি রমাযান মাস পেল, অথচ তার গোনাহ মাফ হল না, আল্লাহ তায়ালা তাকে নিজের রহমত থেকে বঞ্চিত করুক, আমি বলেছিলাম, আমীন। " তাই যে ক'টা দিন বাকি আছে, ইবাদত-উপাসনা ও তওবা ইস্তেগফার করে আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করে নিজের পরকালকে শান্তিময় করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

সম্মানিত শ্রোতা ভায়েরা ! রমাযানের ফযীলত, শেষ দশক ও লাইলাতুল কদরের গুরুত্ব ও ফযীলত জানা সত্বেও আমরা অনেকেই এসব ফযীলত হাসেল করার জন্য চেষ্টা করি না।

কেবল জেনে রাখাটাই যেন আমাদের দায়িত্ব।  
আমল করার দায়িত্ব অন্যদের। মনে রাখতে  
হবে, এ ফযীলতের সময়গুলো এমন অবহেলার  
বিষয় নয়। রমযানের এই বিদায় পর্বে আমরা  
একটু ভেবে দেখি, এ মাসের জন্য জান্নাতকে  
শুরু বছর থেকে সাজানো হয়, আল্লাহ তায়ালা  
ইবাদতের সাওয়াব বহুগুণ বাড়িয়ে দেন, ক্ষমা ও  
রহমতের दरजा খুলে দেন। আল্লাহ তায়ালা  
পক্ষ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করেন, হে  
নেক আমলের প্রত্যাশী ভাল কাজে আত্মনিয়োগ  
কর। হে অসৎ পথের পথিক ক্ষান্ত হও। এত  
অফার, এত সুযোগ পাওয়া সত্বেও যারা অবহেলা  
করে রমযানের ফযীলত হাসিল করবে না,  
তাদেরকে বদদুআ দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা  
আসমান থেকে হযরত জিবরাঈল (আঃ) কে  
রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের  
দরবারে পাঠিয়ে ছিলেন।

তিনি বদ্দুআ দিয়ে বলেছিলেনঃ নিপাত যাক, ধ্বংস হোক সেই ব্যক্তি, যে রমাযানের মত ফযীলত পূর্ণ মাস পেয়েও ভাগ্যবান হল না, গোনাহ মাফ করিয়ে নিতে পারল না। আর সেই বদ্দুআ কবুল হওয়ার জন্য নবীজি আমীন বলেছিলেন। সুতরাং আল্লাহর ইবাদতে মশগূল হয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

মনে রাখবেন, রাত্রে আমরা যেসব নফল ইবাদত করি, তার মধ্যে সব চেয়ে ফযীলতপূর্ণ ইবাদত হল তাহাজ্জুদের নামায। সহীহ মুসলিমের ১১৬৩ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরা (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

"ফরয নামাযের পর রাতের (তাহাজ্জুদের) নামায সব চেয়ে উত্তম নামায। " আর সুনানে তিরমিযীর



৩৫৪৯ নম্বর হাদীসে হযরত আবু উমামাহ (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ دَابُّ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلْسَيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ لِلْإِثْمِ

"তোমরা অবশ্যই রাতে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়বে। কেননা, তা হচ্ছে তোমাদের পূর্ববর্তী নেক লোকদের অভ্যাস ও ঐতিহ্য এবং তোমাদের রবের নৈকট্য লাভের উপায়, গোনাহসমূহের কাফফারা এবং পাপ কাজের প্রতিবন্ধক।"

তাহাজ্জুদের নামায ২ রাকাআত থেকে ৮ রাকাআত পর্যন্ত। ঈশার নামাযের পর থেকে তাহাজ্জুদের নামায পড়া যায়, তবে শেষ রাতে পড়ার ফযীলত খুব বেশি। কারণ, রাতের শেষ ভাগে ইবাদতকারী বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা বিশেষ রহমত নাযিল করেন।

সহীহ বুখারীর ৭৪৯৪ নম্বর হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى  
ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي  
فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

“রাতের দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হলে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করে বলতে থাকেনঃ এমন কে আছে যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব? কে আমার কাছে প্রার্থনা করবে, আমি তাকে দান করব? কে আমার কাছে ক্ষমা চাবে, আমি তাকে ক্ষমা করব?”

আর সুনানে আবু দাউদের ১৩০৯ নম্বর হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি রাত্রে তার স্ত্রীকে জাগাবে

এবং উভয়ে দুই রাকাআত নামায পড়বে, তাদের দু'জনের নাম আল্লাহর যিকির করীদের মধ্যে লেখা হবে। " সুব্হানাল্লাহ!

সুতরাং রাত্রে উঠে দু'চার রাকাআত তাহাজ্জুদ পড়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে দুআ ও তাওবা ইস্তেগফার করা মহা ফযীলতের কাজ। আর রমাযান মাসে এ আমলটি খুবই সহজ। কারণ, আমরা সকলে সাহারী খেতে উঠে থাকি। যদি আরও একটু আগে উঠে সাহারী খাওয়ার আগে বা পরে দু'চার রাকাআত নামায পড়ে নিই, তবে আমরা সহজে এ ফযীলত হাসিল করতে পারি।

লাইলাতুল কদরে কি সারা রাত ইবাদত করা জরুরী?

প্রিয় সুধীবৃন্দ ! সহীহ বুখারীর ২০২৪ নম্বর হাদীসে হযরত আইশা (রযি) বলেছেনঃ أَحْيَا

لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ "রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত জেগে ইবাদত করতেন এবং পরিবারের লোকদের জাগাতেন। " এ হাদীসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসগণ বলেছেনঃ নবীজি রাতের বেশির ভাগ সময় জাগতেন। তার প্রমাণ হল, সহীহ মুসলিমের ৭৪৬ নম্বর হাদীসে হযরত আইশা (রযি) বলেছেনঃ

وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ

"আমি কখনও রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভোর পর্যন্ত সারারাত জেগে ইবাদত করতে দেখিনি। " তবে কোন কোন দুর্বল সূত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ দশকে সারারাত জাগতেন।

সহীহ দ্বারা জানা যায়, যে ব্যক্তি ঈশা ও ফজরের নামায জামাত সহ পড়বে সে সারারাত ইবাদত করার সাওয়াব পাবে। তাই ইমাম শাফিয়ী

(রহ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ঈশা ও ফজরের নামায জামাআত সহ আদায় করবে সে লাইলাতুল কদরের ফযীলত পেয়ে যাবে। আলমাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া কিতাবের ৩খন্ডের ৪৫২ পৃষ্ঠায় এ কথা লেখা আছে।

বোঝাগেল, যদি সারারাত জেগে ইবাদত করা সম্ভব না হয়, তবে রাতের বেশির ভাগ সময় ইবাদত করে, ঈশা ও ফজরের নামায জামাআত সহ আদায় করলে, ইনশা আল্লাহ, আমরা লাইলাতুল কদরের ফযীলত পেয়ে যাব।

এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, লাইলাতুল কদরের ফযীলত, কদরের রাতে সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়ে সাহরীর সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত থাকে। বহু মানুষ এমন আছে, যারা সন্ধ্যা থেকে খাওয়া-দাওয়া, গল্প-গুজব ও দুনিয়াবী কাছে সময় কাটায়। এভাবে অনেকটা সময় নষ্ট করার পর বলতে থাকে, আজ কদরের রাত, ইবাদত করতে

হবে। অথচ ইবাদতের বহু সময় তখন নষ্ট করে ফেলেছে। এটা একটা মহা ভুল। তাই কদরের রাতে মাগরিবের নামাযের পর থেকেই নফল নামায, কুরআন তিলাওয়াত ও অন্যান্য যিকির-আযকারে মশগুল হওয়া দরকার।

বুযুর্গানে দ্বীনেরা বলেছেনঃ লাইলাতুল কদরে প্রথম রাতে খুব অল্প খাদ্য খাবে। কেননা, বেশি খেলে শরীর ভারী হয়ে যাবে ও ঘুম আসবে। ফলে রাত জেগে ইবাদত করা খুবই কষ্টকর হবে।

কদরের রাতে পড়ার একটি দুআঃ

সুনানে ইবনে মাজার ৩৮৫০ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত আইশা (রযি) বলেছেনঃ ইয়া রসূলান্নাহ ! যদি আমি লাইলাতুল কদর পেয়ে যায়, তো কী দুআ করব? নবীজি বলেছিলেনঃ তুমি বলবে,

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

"ইয়া আল্লাহ ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল,  
আমাকে ক্ষমা কর। " আমরা আল্লাহ তায়ালার  
কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমাদেরকে  
রমাযানের এই শেষ দশকে বেশি বেশি ইবাদত  
করার তাওফীক দান করেন। আমীন, ইয়া রব্বাল  
আলামীন।